بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজির বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৪ মার্চ, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা রমযানের দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করছি। আল্লাহ্ তা'লা রমযানের সাথে পবিত্র কুরআনের এক বিশেষ সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: **রমযান সেই মাস যাতে কুরআন মানবজাতির জন্য একটি মহান হিদায়াতরূপে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন যেখানে পথনির্দেশনার বিস্তারিত বিবরণ এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়সমূহ রয়েছে**। সুতরাং, এই মাসে আমাদের অধিক হারে কুরআন করীম পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই যুগে, হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং মহানবী (সা.)-ও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, এই বরকতময় মাসে অধিক পরিমাণে পবিত্র কুরআন পাঠ করা উচিত। হযরত জীব্রাঈল (আ.) প্রতি বছর মহানবী (সা.)-এর সাথে ততটুকু কুরআন যা তখনও পর্যন্ত নাযিল হয়েছিল, একবার সম্পূর্ণ করতেন, এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন দু'বার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

কুরআন করীমের গুরুত্ব এবং রমযানের সাথে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আমাদের সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও শোনার চেষ্টা করা উচিত। রমযান মাসে আমাদের মসজিদগুলিতে কুরআন থেকে দরসের ব্যবস্থা করা হয়, তারাবীরও আয়োজন করা হয়, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, এম.টি.এ-তেও প্রতিদিন তিলাওয়াত প্রচারিত হয়, এটি শোনা উচিত। তবে, কুরআন করীমের প্রকৃত বরকত তখনই লাভ করা যাবে যখন শুধু শোনা নয়, বরং তা অনুযায়ী আমল করারও প্রচেষ্টা করা হবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে, এটি এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই, যা মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াতস্বরূপ। সুতরাং, তাকওয়ার পথে চলার জন্য এবং একজন সত্যিকারের মু'মিন হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই গ্রন্থের অনুসরণকে অপরিহার্য করেছেন। রমযান এমন একটি মাস যেখানে প্রকৃত মু'মিন হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাকওয়ার মান অর্জনের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়, আর এর পদ্ধতি আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। যদি এই প্রচেষ্টা এবং আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে পবিত্র কুরআন বেশি বেশি করে পাঠ করতে হবে এবং তা অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: এই (কুরআন করীমের) বরকত ও কল্যাণের দরজা সর্বদা খোলা রয়েছে এবং তা প্রতিটি যুগে একইভাবে প্রকাশিত এবং দীপ্তিমান, যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল। অতএব, রমযানে আমরা যেমন পবিত্র কুরআন পাঠ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিই, তেমনই তার শিক্ষামালার উপর আমল করারও আমাদের চেষ্টা করা উচিত। রমযানে প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী কুরআন পাঠ করে, যারা পুরো কুরআন খতম করতে পারে না, তাদেরও অন্তত কিছু অংশ রমযানের দিনগুলিতে পড়ার চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেকেরই রমযান মাসে কমপক্ষে একবার পবিত্র কুরআন খতম করার চেষ্টা করা উচিত। পাশাপাশি, পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং তফসীর পড়ার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত। এভাবে আমরা ভালো-মন্দের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারব।

কিছু মানুষ মনে করে যে পবিত্র কুরআন একটি অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ, অথচ আল্লাহ তা'লা বলেন, "আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, তবে কেউ কি আছে যে উপদেশ গ্রহণ করবে?" এটি আল্লাহ তা'লার ঘোষণা। তিনি বলেন, 'আমি কুরআন করীমে সহজ শিক্ষা দিয়েছি, তোমাদের জন্য উপদেশ এই যে, এই শিক্ষার উপর পূর্ণরূপে আমল করার চেষ্টা করো।' আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন অনুধাবনের জন্য প্রত্যেক যুগে শিক্ষকও প্রেরণ করেছেন আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। অতএব, এখনো আমরা এর অনুসারী না হলে এটি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। একইভাবে খলীফাগণও তফসীর লিখেছেন, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তফসীরে কবীর লিখেছেন যাতে প্রায় অর্ধেক কুরআনের তফসীর বর্ণনা করা হয়েছে, পাশাপাশি আরও অনুবাদ ও তফসীর রয়েছে, তফসীরে সগীর রয়েছে, বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনুবাদও হচ্ছে। কাজেই, রমযান মাসে আমরা যেখানে পবিত্র কুরআন পড়ার চেষ্টা করব, সেখানে এর অর্থ ও নির্দেশনাসমূহ অনুধাবন ও অনুসরণেরও চেষ্টা করা উচিত। যারা আরবি ভাষা জানেন না, তাদের কুরআন পড়ার পাশাপাশি এর অর্থের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেক সময় পিতা-মাতারা আমীন অনুষ্ঠানের জন্য তাদের সন্তানদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, সন্তানদেরকে কুরআন পড়া শিখিয়ে আপনারা একটি দায়িত্ব পালন করেছেন বটে, কিন্তু সন্তানদের মাঝে কুরআন পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করা এবং এর ওপর আমলের আগ্রহ এবং অনুরাগ সৃষ্টি করাও আপনাদের দায়িত্ব। প্রত্যেক আহ্মদীর এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, তারা নিজেরা এবং নিজেদের স্ত্রী সন্তানরাও যেন কুরআন পাঠ এবং এর অনুবাদের প্রতি অভিনিবেশ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **"এটি সত্য যে, অধিকাংশ মুসলমান কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু এর জ্যোতি, কল্যাণরাজি এবং এর প্রভাব সদা চিরঞ্জীব। অতএব, আমি এসবের প্রমাণ দেয়ার উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হয়েছি।"** তিনি (আ.) আরও বলেন, পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করে সফলতা লাভ করা অসম্ভব আর এরূপ সফলতা কেবলমাত্র মরীচিকাসদৃশ, যার সন্ধানে এই লোকেরা ছুটছে।

কাজেই, প্রত্যেক আহ্‌মদীর স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যা কিছু লাভ করব পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই লাভ করব।

মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে মু'মিন কুরআন পাঠ করে এবং এর ওপর আমলও করে তার দৃষ্টান্ত এমন ফলের ন্যায় যা খেতে সুস্বাদু এবং যাতে সুগন্ধও রয়েছে। আর সেই মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে না, কিন্তু এর ওপর আমল করে তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায় যার স্বাদ ভালো হলেও তাতে কোনো সুগন্ধ নেই। আর এমন মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত এরূপ চারাগাছের ন্যায় যার সুগন্ধ ভালো হলেও তা বিস্বাদ। আর এরূপ মুনাফিক যে কুরআন পাঠও করে না তার দৃষ্টান্ত এমন বিষাক্ত ফলের ন্যায় যা বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত।**

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, **হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিছু লোক আহলুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পরিবার) হয়ে থাকেন। সাহাবীরা প্রশ্ন করেন, আহলুল্লাহ্ কারা? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, কুরআন পাঠকারী এবং এর ওপর আমলকারীরা আহলুল্লাহ্ হয়ে থাকেন।**

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, সর্বত্র অশান্তি ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে, সরকার জনগণের সাথে লড়াই করছে এবং জনগণ সরকারের ওপর আক্রমণ করছে, এ সবই পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করার পরিণাম। দাবি করে যে, উভয়ের হাতেই কুরআন আছে, কিন্তু উভয়ই কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে। যদি মানুষ পবিত্র কুরআনের অনুসারী হতো তবে কখনোই এই অবস্থা সৃষ্টি হতো না। এ যুগে আল্লাহ্ তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন, অথচ তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসে আছে, তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, তাই এমতাবস্থায় তারা কুরআন থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **পবিত্র কুরআন প্রকৃত কল্যাণের উৎস এবং মুক্তির একমাত্র মাধ্যম। এটি তাদের নিজেদের ভুল, যারা কুরআনের ওপর আমল করে না। তাদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন এই মহান নিয়ামতকে অনুধাবন করে এবং একে মূল্য দেয়। পবিত্র কুরআনকে মূল্য দেয়ার অর্থ হলো, এর ওপর আমল করা আর এরপর দেখুন! খোদা তা'লা কীভাবে সেসব বিপদ ও সমস্যাদি দূরীভূত করে দেন।**

মুসলমানদের অবস্থা এমন যে তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। তারা পবিত্র কুরআনকে ত্যাগ করেছে। তারা এর উপর আমল করে না, অথচ বুলিসর্বস্ব কেবল কুরআন করীমের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। আহ্‌মদীদের পবিত্র কুরআন পাঠ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পাকিস্তানে আহ্‌মদীদের পবিত্র কুরআন পাঠ করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, অথচ তারা নিজেরাই কুরআনের উপর আমল করে না। তারা আহ্‌মদীদের উপর যতই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক না কেন, আমাদের অন্তর থেকে তারা কুরআনের শিক্ষাকে মুছে ফেলতে পারবে না। তারা যতই চেষ্টা করুক, কুরআনের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আমাদের হৃদয় থেকে মুছে দিতে পারবে না। অতএব, এই যুগে আহ্‌মদীদের উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো-তারা কুরআনের উপর আমল করবে, যাতে ইসলামের বাইরের বিশ্ব তাদের কাজ দেখে বুঝতে পারে যে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা কী এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশনাগুলো কী। কুরআন শান্তি, নিরাপত্তা, ভালোবাসা ও স্নেহের শিক্ষা দেয়। এটি সমাজে ভ্রাতৃত্বের প্রচারের নির্দেশ দেয়। এটি মানুষের হক আদায় করার আদেশ দেয়। তাই আহ্‌মদীদের এই বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

একটি হাদিসে এসেছে, **একবার হযরত জীব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এলেন এবং বললেন, 'অচিরেই অনেক ফিতনা সৃষ্টি হবে।' তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 'এসব ফিতনা থেকে মুক্তির উপায় কী?' জীব্রাঈল (আ.) বললেন, 'এসব ফিতনা থেকে মুক্তির উপায় হলো আল্লাহ্‌র কিতাব-কুরআন।'** হুযূর

(আই.) বলেন, আমাদের নিজেদের এবং সন্তানদেরকে এসব অরাজকতা ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করতে পবিত্র কুরআনের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে আর কুরআনকে আমাদের রক্ষাকবচ বানাতে হবে।

মহানবী (সা.) আরও বলেন, পবিত্র কুরআন প্রকাশ্যে পাঠকারী প্রকাশ্যে সাদকা প্রদানকারীর ন্যায় আর গোপনে পাঠকারী গোপনে সাদকা প্রদানকারীর মতো। কাজেই, আমরা এটিও জানি, সাদকা বিপদাবলী দূর করে। তাই পবিত্র কুরআন পাঠ ও অনুধাবন করার ফলে তা সাদকার ন্যায় গৃহীত হবে এবং এর কল্যাণে মানুষ বিপদাবলী থেকে রক্ষা পাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যদি হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, তবে তা নরম করার একমাত্র উপায় হলো বারবার পবিত্র কুরআন পাঠ করা। যেখানে যেখানে দোয়ার উল্লেখ আছে, সেখানে একজন মু'মিনের হৃদয়ও চায় যে, আল্লাহ্‌র সেই রহমত তার ওপরও বর্ষিত হোক। কুরআন করীমের উদাহরণ একটি বাগিচার ন্যায়, যেখানে এক জায়গা থেকে কেউ একটি নির্দিষ্ট ধরনের ফল সংগ্রহ করে, আবার একটু সামনে অগ্রসর হয়ে আরেক ধরনের ফল সংগ্রহ করে। সুতরাং, প্রত্যেকের উচিত, প্রতিটি অবস্থান ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপকার গ্রহণ করা।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, রমযান মাসে যেভাবে আমরা বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি, এর পাশাপাশি আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত, আমরা যেন সর্বদা এটি অব্যাহত রাখি এবং এর ওপর আমল করার প্রতি মনোযোগী হই আর নিজেদের সন্তানদেরও কুরআন পাঠের নির্দেশ প্রদান করি, তাদের মাঝেও কুরআনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন এ বিষয়টি অনুধাবন করে এর ওপর আমল করতে পারি এবং সারা বছর একে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করতে পারি, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

14 March 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat